দৈনিক খবর

তারিখ .. 27 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ঘোষণা দিতে প্রধানমন্ত্রীকে আর যেতে হবে না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত নিতে কমিটি

● আলতাফ মাহমুদ ●

১৯৯৫ সালের মধ্যে প্রতিটি থানায় একটি করে কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে আর থানায় থানায় গিয়ে ঘোষণা দিতে হবে না। এখন এ জন্য একটি কমিটি করা হয়েছে এবং কমিটিই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে। খবর সরকারী মহল সূত্রের।

সূত্রটি আরো জানায়, দেশের প্রতিটি থানায় একটি করে কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের ক্ষেত্রে সরকার পুরোনো সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছে। এখন থেকে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার মাধ্যমে সরকারীকরণের বিষয়টি আর বিদ্যমান থাকবেনা।

সূত্রটি জানায়ঃ এর আগে সরকারের একটি অলিখিত সিদ্ধান্ত ছিল, প্রধানমন্ত্রী যেসব এলাকায় গিয়ে কলেজ ও বিদ্যালয় সরকারীকরণের ঘোষণা দেবেন এবং সেটিই সরকারী সিদ্ধান্ত হিসেবে কার্যকর হবে। কিন্তু সেটি সরকারের নীতি-নির্ধারক মহল আর বহাল রাখছেন না। মহলটির অভিমত হচ্ছেঃ প্রধানমন্ত্রী নিজে গিয়ে ঘোষণা দিলে কলেজ ও বিদ্যালয় সরকারীকরণ হবে, এমন সিদ্ধান্ত সরকারকে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলবে। এতে দলীয় প্রভাব কাজ করবে বেশী। যেখানে সরকারী প্রভাব কম সেখানে কলেজ ও বিদ্যালয় সরকারীকরণ প্রক্রিয়া বিলম্ব হবার সম্ভাবনা প্রচুর। সে কারণেই সরকার আপাততঃ এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দলীয় লোকদের এ ক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকতে পারে এ ধারণা থেকেই এটি করা হয়েছে বলে সূত্রটি জানায়।

সূত্রটি আরো জানায়, সরকার চলতি অর্থ বছরে ৫০টি থানায় ৫০টি কলেজ ও বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছেন।

২ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকার মনে করছেন, '৯৫ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি থানায় একটি করে কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করবেন। তবে যেসব থানায় (পূর্বতন উপজেলা) ইতিমধ্যেই কলেজ ও বিদ্যালয় সরকারীকরণ করা হয়েছে, সেসব থানায় আর নতুন করে করার বিষয়টি সরকারের পরিকল্পনায় নেই।

সূত্র জানায়, শিক্ষামন্ত্রীকে প্রধান করে একটি কমিটি করা হয়েছে। ওই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কলেজ ও বিদ্যালয় সরকারীকরণের ঘোষণা দেবে। তবে এতে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন হবে। বেশ কয়েকটি এলাকায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই যেসব কলেজ ও বিদ্যালয় সরকারীকরণের ঘোষণা দিয়েছেন সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। কমিটির মাধ্যমে কলেজ ও বিদ্যালয় সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই সরকারের অভ্যন্তরে কিছু কথা হচ্ছে। তবে সরকারী এ সিদ্ধান্ত সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে সরকারীকরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজতর হতে পারে। এ ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাব এড়িয়ে চললে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কিছুটা ভূমিকা রাখতে পারবে বলে অনেকের ধারণা।